২০০৯-'১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে নারীর চাওয়া পাওয়ার প্রতিফলন

প্রতিমা পাল-মজুমদার

গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে আসছিল এবং এই বিষয়ের ওপর বেশকিছু গবেষণাও হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষ করে নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই বিষয়ের ওপর বেশ কিছু সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনাও হয়েছে গত কয়েক বছরে। এই সমস্ত সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনার মাধ্যমে নারীসমাজ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেছিল। জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত সরকারের দেওয়া প্রথম জাতীয় বাজেটে নারী জনগাষ্ঠীর দাবি কতটা প্রতিফলিত হয়েছে না-হয়েছে, তা তুলে ধরার জন্যই লিখিত এই নিবন্ধ।

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার দক্ষতা নিয়ে গবেষণা করছে। তারা চিহ্নিত করেছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অদক্ষ বাস্তবায়ন, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে এক বিরাট অন্তরায়। সেই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে নারীসমাজ দাবি তুলেছিল উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশেষ করে নারী লক্ষ্যভূত উন্নয়ন কর্মসূচি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর দক্ষ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা কর্মসূচির দক্ষ বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু সুপারিশও পেশ করেছিল। ২০০৯-'১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নকে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে যেভাবে বিবৃত করেছেন, তাতে মনে হয়েছে তিনি যেন নারীসমাজের দাবিটিই তুলে ধরেছেন। বিএনপিএস-এর গবেষণাটি থেকে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের দক্ষ ব্যবহারের যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে, সেই সমস্যাগুলোর প্রায় সবকটিই তিনি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁর বাজেট বক্তৃতায়। তিনি বলেছেন, প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের শুরু থেকেই পরিবীক্ষণ, দেখাশোনা ও মূল্যায়নের ওপর জোর দিতে হবে। এই জন্য ১. প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকে সরল করতে হবে, ২. ক্রয়প্রক্রিয়ার সংশোধন করতে হবে, ৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকের দক্ষতা বিচার করতে হবে ও ৪. সব মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিকেই বিশেষ নজরদারির আওতায় আনতে হবে। সবশেষে তিনি বলেছেন, কতিপয় প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে কালপর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করার বিষয়টি চিন্তা করবেন। এই প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল নারীসমাজের প্রত্যাশার আওতাভুক্ত।

তবে নারীসমাজের যে বিশেষ দাবিটি পূরণ হয় নি তা হলো, নারী লক্ষ্যভূত ও জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোর পরিচালক হিসেবে নারীকে নিয়োগ দেওয়া। গবেষণায় দেখা গেছে, নারী পরিচালিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দক্ষভাবে হয়ে থাকে। পূরণ হয় নি নারীগোষ্ঠীর এমন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো, প্রকল্প নির্বাচনে তৃণমূল নারীর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর জন্য যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়, তার প্রত্যেকটিই হয় দাতাগোষ্ঠী অথবা সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত। নারীর প্রকৃত প্রয়োজন কী, তার যথাযথ জরিপ করে কখনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয় নি। নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন-অদক্ষতার মূলে রয়েছে নারীর প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রমের অসংগতি। তাই নারীসমাজের দাবি ছিল তৃণমূলের নারীর মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন। তবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় আগামী অর্থবছরে জেলাওয়ারি বাজেট প্রণয়নে সক্ষম হবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আশা করা যায়, জেলাওয়ারি বাজেটের মাধ্যমে তৃণমূলের নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে অনেকাংশে।

বাংলাদেশে আজো ৮০ শতাংশ শিশুর জন্ম হয় ঘরে গ্রামীণ দাইয়ের সহায়তায়। শিশু এবং মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর একটি হচ্ছে এই অনিরাপদ প্রসব। তাই নারীসমাজ দরিদ্র গর্ভবতী নারীদের নিরাপদ প্রসবের সুযোগ দেবার দাবি করে আসছিল। এই লক্ষ্যে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের পরিবর্তে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক করার দাবি করেছিল তারা। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, দূরত্বের কারণে এই স্কিমের সুযোগ পাওয়া গর্ভবতী নারীর অর্ধেকেরও বেশি হাসপাতালে যান নি, যদিও স্কিমের আওতায় তাঁদের যাতায়াত খরচ দেয়া হয়। আরো দেখা গেছে, এই স্কিমের

মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দরিদ্র গর্ভবর্তী নারীরা নিজেদের জন্য খরচ করার পরিবর্তে পরিবারের সদস্যদের জন্যই বেশি খরচ করেন। কিন্ত প্রস্তাবিত বাজেটে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমটি বহাল রয়েছে। তবে একটি আশার কথা হলো, আওয়ামী লীগের পূর্ববর্তী শাসনামলে চালু হওয়া কমিউনিটি ক্লিনিক, যেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল জোট সরকারের আমলে, পুনরায় চালু করার আশ্বাস দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। আমরা আশা করছি, এই ক্লিনিক নিরাপদ মাতৃত্ব অর্জনে গ্রামীণ দরিদ্র নারীকে সহায়তা দেবে।

নারীসমাজ দাবি করেছিল, '১০০ দিনের নিশ্চিত কর্মসূচি'র মাধ্যমে প্রদত্ত কর্মের মজুরি কৃষিতে বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরির সমান করার ব্যাপারে। কেননা, এই কর্মের মজুরি ন্যূনতম মজুরির কম হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই এই কর্মসূচিকে কার্যকর করা যায় নি। তাছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মের মজুরি ন্যূনতম মজুরির সমান হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হতো। কিন্তু এই দাবি পূরণ হয় নি ঘোষিত বাজেটে। নারীসমাজ আরো দাবি করেছিল, '১০০ দিনের নিশ্চিত কর্মসূচি'কে '১০০ দিনের নিশ্চিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি'তে রূপান্তরণের। এই বাজেটীয় অর্থ নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করলে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন প্রভাবিত হতো তেমনি হতো দেশের উন্নয়ন। কেননা, আজ দেশে দক্ষ শ্রমিকের তীব্র অভাব রয়েছে। রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পটি দক্ষ নারীশ্রমিকের অভাবজনিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশের ক্রমউন্নয়নশীল চামড়া এবং জুতাশিল্পটিও দক্ষ শ্রমিকের অভাব মোকাবেলা করছে। দক্ষ নারীশ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বিদেশেও। এই ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করার জন্য একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প গ্রহণ করলে নারীসমাজ এবং দেশ উভয়ের উন্নয়নই ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতো। নারীসমাজ লিঙ্গভিত্তিক দারিদ্র্যচিত্র তৈরির দাবি করেছিল। কারণ বাংলাদেশের সব এলাকার নারীর দারিদ্র্য একইরকম নয়। এই দাবিটি পূরণেরও কোনো আশ্বাস মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় পাওয়া যায় নি।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ও হিসাব প্রণয়ন পুরোপুরিভাবে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। সন্দেহাতীতভাবে ডিজিটাইজড বাজেট নারী সংবেদনশীল হবে। কারণ সেক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর দপ্তরে বসেই তৃণমূলের নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনতে পারবেন।

২০০৯-'১০ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটটির সবচাইতে প্রভাবশালী নারী সংবেদনশীল বিষয়টি হলো, ২০টি মন্ত্রণালয়কে মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি (এমটিবিএফ)-এর আওতায় সম্পৃক্ত করা। এমটিবিএফ-এর বিশেষ দিক হলো দারিদ্র্য ও জেন্ডার উন্নয়নের ওপর প্রতিটি প্রকল্পের কী প্রভাব পড়বে তার বিশ্লেষণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কল সার্কুলার-এ জবাবদিহি করা। প্রকল্পটি অর্থমন্ত্রণালয়ের ছাড় পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না জবাবদিহি সন্তোষজনক হয়। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের জন্য এই ধরনের জবাবদিহিতা একটি অতি জরুরি উৎপাদক।

জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত প্রাপ্তির দাবি নারীরা অনেক বছর ধরে করে আসছেন। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের জন্য এই ধরনের উপাত্ত একটি অতি আবশ্যকীয় উপাদান। ২০০৯-'১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নারীর এই বহু বছরের দাবিটি পূরণে অনেকটাই সমর্থ হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ঘোষণার সময় ৪টি মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়) জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন মহান সংসদে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এই ধরনের প্রতিবেদন শীঘ্রই অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের জন্য তৈরি করা হবে। তবে এই ধরনের উপাত্ত সংগ্রহের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যেখানে যেখানে ঘাটতি আছে, সেখানে তা পূরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন সংসদে উপস্থাপিত 'নারীর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় চারটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম' শীর্ষক প্রতিবেদনটি থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে যে উচ্চতর শিক্ষায় নারীর অংশ অত্যন্ত কম। গত কয়েক বছর ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাজেটীয় বরাদ্দ পেয়ে পেয়ে এই দুই স্তরে নারী পুরুষের সমপর্যায়ে চলে এসেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষায় নারীর জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। তাই এখন উচ্চতর শিক্ষায় বিশেষ করে, কারিগরি এবং প্রকৌশল শিক্ষায় প্রবেশের পথ সুগম করার জন্য কেবল নারীর জন্য কিছু বরাদ্দের প্রয়োজন। কেননা, এই দুটি শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত প্রভাবশালী। এই প্রয়োজনটি তুলে ধরে নারীসমাজও গত কয়েক বছর ধরে দাবি করে আসছিল উচ্চতর শিক্ষা নারীর জন্য অবৈতনিক এবং এই স্তরে নারীদের কিছু বৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া, এই স্তরে শিক্ষারত নারী শিক্ষার্থীর জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করার দাবিও তাদের ছিল। কিন্তু ২০০৯-'১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সেরকম কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় নি।

অবশ্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণা রয়েছে। তবে এইসঙ্গে স্নাতক স্তরে নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা থাকাও জরুরি ছিল।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণাটি অত্যন্ত নারী সংবেদনশীল এবং এটি নারীসমাজের দাবির আওতায় ছিল। বিএনপিএস কর্তৃক সম্পাদিত 'নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষা বাজেটের অবদান' শীর্ষক গবেষণাটি থেকে দেখা গেছে, নানা কারণে মাদ্রাসায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। গবেষণাটিতে আরো দেখা গেছে, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের জন্য চাকুরির বাজার অত্যন্ত সীমিত। আজ বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প নারীর চাকুরির জন্য বিরাট সুযোগ এনে দিলেও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা সে সুযোগ নিতে পারছেন না। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন হলে নারীর এই প্রতিবন্ধকতা দূর হবে নিশ্চিতভাবে।

গ্রামের স্কুলগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য নারীসমাজ দাবি তুলে আসছে বহুদিন ধরে। সে লক্ষ্যে আজো কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। অথচ, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূলে রয়েছে এই দাবিটির যথাযথ বাস্তবায়ন। গ্রামাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ বসানোর কাজ সম্পন্ন হতে চলেছে। তবে এই প্রযুক্তি দক্ষভাবে ব্যবহৃত হবে না যদি গ্রামের শিশুরা কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়। মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহারও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি জরুরি শর্ত। আর দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে এই লক্ষ্য অর্জনের পথে যদি গ্রামীণ নারীরা সহজভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুযোগ পান। কেননা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামগঞ্জের নারীকে বিশেষ করে উদ্যোক্তা নারীকে, যাঁরা তাঁদের সীমিত চলিষ্ণুতার কারণে এবং উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তাঁদের ব্যবসাকে লাভজনক করতে পারছেন না, মোবাইল ফোন তাঁদের নানাবিধ তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে। এখন তাঁরা মোবাইল ফোনের সহায়তায় লাভজনক বাজারের সন্ধান পাচ্ছেন। পাচ্ছেন কোথায়, কীভাবে এবং কত সুলভে কাঁচামাল পেতে পারেন সেই তথ্যও। তাছাড়া, মোবাইল ফোনের সহায়তায় গ্রামীণ নারীরা এখন বিদেশে কর্মরত আত্মীয়-স্বজনের পাঠানো রেমিটেন্স নিয়ে প্রতারিতও হচ্ছেন না। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাঁরা সঠিকভাবে জেনে যান কখন, কোথায় এবং কতটাকা স্বামী, পুত্র বা আত্মীয়স্বজন তাঁদের কাছে পাঠাচ্ছেন। তাঁরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানেন কোথায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায়, কোথায় নালিশ জানাতে হবে ইত্যাদি। সবচেয়ে বড়ো যে তথ্যটি তাঁরা পাচ্ছেন তা হলো, কৃষি সম্বন্ধীয় তথ্য। বগুড়ার আলুচাষি পরিবারের নারী সদস্যরা বলেছেন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাঁরা জেনে যান কোথায় ভালো সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি পাওয়া যায়। হাঁস-মুরগি পালন সম্বন্ধেও প্রচুর তথ্য তাঁরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পান। এক্ষেত্রে, কেবল নারীকে সুলভে মোবাইল ফোন সরবরাহের বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে গ্রামীণ দরিদ্র নারীরা দারুণভাবে ক্ষমতায়িত হবেন বলে মনে করা যায়। অথচ এই ধরনের কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় নি সম্প্রতি ঘোষিত ২০০৯-'১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে।

ঘোষিত বাজেটে কেবল উন্নয়ন বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিয়েই চিন্তা করা হয়েছে। অথচ, উন্নয়ন বাজেট মোট বাজেটের এক তৃতীয়াংশও কভার করে না। বাকি অংশ রাজস্ব বাজেট। রাজস্ব বাজেটের একটি বিশেষ উপাদান হচ্ছে কর ও শুল্কনীতি। নারীর ক্ষমতায়নে এই দুই নীতির বিশেষ অবদান রয়েছে, যেহেতু এই দুই নীতির মাধ্যমে সম্পদহীন নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করা যায়। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের জন্যও এই দুই নীতি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু ঘোষিত বাজেটে এই বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করা হয় নি। এই বাজেটে নারীকে প্রায় কোনো রাজস্ব প্রণোদনাই দেয়া হয় নি, যদিও গত বছরের বাজেটে আয়কর সীমা নারীর জন্য বৃদ্ধি করে একটি রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরেই রাজস্ব সুবিধা পাওয়ার জন্য নারীসমাজ বহু দাবি করে আসছিল। তার মধ্যে একটি প্রধান দাবি ছিল নারীকে সম্পত্তি দান করলে তার ওপর থেকে গিফট ট্যাক্স তুলে দেওয়ার দাবি। এই ধরনের কর মওকুফ করলে নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত হওয়ার একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ দাবি কোনো গুরুত্বই পায় নি। অথচ, সম্পদের অভাবে নারী তাঁর অনেক উদ্যোগই ফলবতী করতে পারছেন না।

নারীউদ্যোক্তারাও নানা ধরনের কর প্রণোদনা দাবি করে আসছিলেন। কিন্তু তার কোনোটাই পূরণ হয় নি এই বাজেটে। অথচ দেখা গেছে, নারীউদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছে বিরাট সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার প্রকাশ তাঁরা ঘটাতে পারছেন না নানা কারণে, যার মধ্যে প্রধান হলো, সম্পদের অভাব, তথ্যের অভাব, ট্রেড লাইসেন্স করার জটিল পদ্ধতি, উচ্চ নিবন্ধন

ফি এবং কোলেটেরলমুক্ত বৃহৎ ঋণ প্রাপ্তির অভাব। এসব সমস্যার অপসারণ সম্ভব কর ও শুল্কনীতির মাধ্যমে। কিন্তু এই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় নি।

গত কয়েক বছরের বাজেটে যখন কালো টাকা সাদা করা অথবা অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল, তখন থেকেই নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার জন্য নারীসমাজ দাবি করছিল এই সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে কিছু জেন্ডার স্পেসিফিক শর্ত জুড়ে দেওয়ার জন্য। যেমন—

১. অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হবে যদি নারীর নামে প্রদর্শন করা হয়;

২. অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হবে যদি নারীবান্ধব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। যেমন কর্মজীবী নারীর জন্য হোস্টেল তৈরি, নারীর জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, গার্মেন্টস শ্রমিকের জন্য বহুতল আবাসন তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্র।

এই শর্তগুলো জুড়ে দিলে নারীর সম্পদের ভিতটি শক্ত এবং প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যা নারীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানোর জন্য জরুরি। কিন্তু এরকম কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় নি। গত কয়েকটি বাজেটের মতো এবারের বাজেটেও অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এবারও জেন্ডার স্পেসিফিক কোনো শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় নি। এবার অবশ্য একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, এই অর্থ বৈধ হবে কেবল যদি বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে একটি বিরাট তালিকাও জুড়ে দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, বৃহৎ পানি শোধনাগার প্লান্ট, তথ্যপ্রযুক্তি, বর্জ্য পরিশোধন, সৌরশক্তি প্লান্ট, যেগুলো অত্যন্ত নারীবান্ধব। কিন্তু এত বড়ো তালিকার মধ্যে কতজন এই ক্ষেত্রগুলো বেছে নেবেন, সেখানে বিরাট সন্দেহ রয়েছে। বিনিয়োগের সম্ভাবনা কেবল এই ক্ষেত্রগুলোতে সীমাবদ্ধ রাখলে এই পদক্ষেপটি অত্যন্ত নারীবান্ধব হতো। কেবল নারীউদ্যোক্তার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ফি কমানো যেতো। কেবল নারীর নামে বাড়ি নিবন্ধনের শর্ত জুড়ে দিয়ে নিবন্ধন ফি অর্ধেক করলে অতি সহজেই নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত হতো।

অবশ্য ২০০৯-'১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত একটি নারীবান্ধব উদ্যোগ হলো এলপি গ্যাসের ওপর প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা অব্যাহত রাখা। তাছাড়া রান্নার জ্বালানি হিসেবে এলপি গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি ও এর মূল্য ১৫ শতাংশ হ্রাস করার পদক্ষেপও নারীকে ব্যাপকভাবে সহায়তা দেবে।

নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের শ্রমবাজারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অথচ এই বাজারটির রীতিনীতি রয়ে গেছে পূর্বের মতো, যা কেবল পুরুষকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছিল। তাই নারী শ্রমবাজারে প্রবেশ করে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, যার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা হলো পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা। এই সমস্যার কারণে শ্রমবাজার থেকে অবসর গ্রহণের বয়স পর্যন্ত পৌঁছানোর অনেক আগেই নারীকে শ্রমবাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়। নারীসমাজ গত কয়েক বছর ধরেই নারীর পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকির সমস্যা সমাধানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি পুনঃপুনঃ করে এসেছে। কিন্তু গত বাজেটগুলোর মতো এবছরের বাজেটেও সেই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। প্রতিটি বাজেটেই সনাতনীভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অবশ্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেশ কিছু নারীবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; যেমন কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, আগামী বছর ৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ৬টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন ইত্যাদি। এই পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত নারীবান্ধব।

'ঘরে ফেরা' এবং 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প দুটির উপকারভোগী নির্বাচনের সময় নারীপ্রধান খানাকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। এটি এই প্রকল্প দুটির উপকারভোগী নির্বাচনের একটি শর্ত হওয়া উচিত। খাসজমি বিতরণ, গৃহায়ণ, আশ্রয়ণ, আদর্শ গ্রাম ইত্যাদি প্রকল্পগুলোকে সমন্বিত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। এই সবগুলো প্রকল্পের উদ্দেশ্য অভিন্ন। সমন্বিত হলে প্রকল্পগুলোর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্পগুলোর উপকারভোগী নির্বাচনের সময়ও নারীপ্রধান খানাকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি। তাছাড়া পুরুষের সঙ্গে নারীকে সমান মালিকানা দিতে হবে। তবে খাসজমি বিতরণ পদ্ধতি পরিবর্তন আবশ্যক। বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী কোনো পরিবারকে খাসজমি পেতে হলে পরিবারে অন্তত একজন পুরুষ সদস্য থাকতে হয়।

এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে 'ঘরে ফেরা' প্রকল্পটি অত্যন্ত নারীবান্ধব। কারণ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, শহর-গ্রাম অভিবাসনের কারণে নারীরাই বেশি কষ্ট ভোগ করেন। বস্তির নারীদের সামাজিক ও আর্থিক দুঃখকষ্টের বর্ণনা অনেক গবেষণা প্রতিবেদনেই আছে। পুরুষ সঙ্গীকে শহরে পাঠিয়ে যখন তাঁরা গ্রামে থাকেন, তখনো তাঁরা নানা দুঃখকষ্টের শিকার হন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, স্বামী কাজের খোঁজে শহরে এসে গ্রামে ফেলে আসা পরিবারের কথা বেমালুম ভুলে যান। 'ঘরে ফেরা' প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এই সমস্যাগুলো থেকে নারী মুক্তি পাবেন। তবে গ্রামে যথেষ্ট লাভজনক কর্ম সৃষ্টি না হলে এই প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিরাট চ্যালেঞ্জ থাকবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে উপজেলা বা গ্রাম স্তরে শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে লাভজনক কর্ম সৃষ্টি হবে এবং বস্তির মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের গ্রামের ঘরে ফিরে যাবে। উপজেলা বা গ্রাম স্তরে শিল্প কারখানা স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য রাজস্ব প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে, যেমনটা দেয়া হয়েছিল গত বছরের বাজেটে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের বাইরে নবনির্মিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেশি হারে কর অবকাশ সুযোগ প্রদান করা হয়েছিল। এই বছরের বাজেটে রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়েছে। অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ করার সুযোগটির সঙ্গে এই ধরনের রাজস্ব প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে নারীরা অভিবাসন থেকে উদ্ভূত অনেক সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন। গত বছরের বাজেটে আবাসন খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিটি করপোরেশন, কেন্টনমেন্ট বোর্ড, জেলা সদরের পৌরসভা ও ঢাকা জেলার পৌরসভার আওতাধীন এলাকার বাইরের কোনো এলাকায় নবনির্মিত বহুতল ভবনের যেকোনো আয়কে করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত নারীবান্ধব পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপটি এই বছরের বাজেটেও বহাল রাখা জরুরি। কেননা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত শিল্প কারখানায় নিয়োজিত নারীশ্রমিকের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য এই পদক্ষেপটির বাস্তবায়ন জরুরি। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফলভাবে শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে বিনিয়োগকারীরা শহরতলীতে বহুতল ভবন নির্মাণে উৎসাহিত হবেন। কেননা, নারীশ্রমিকের চাহিদার কারণে তখন তাঁরা লাভজনকভাবে আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারবেন ।

২০০৯-'১০ অর্থবছরের বাজেটে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য বড়ো আকারের তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত নারীবান্ধব পদক্ষেপ। কেননা, নারীর প্রজননস্বাস্থ্যের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ এবং পরিবেশ দূষণ পুরুষের চাইতে নারীকেই বেশি প্রভাবিত করে। বর্জ্য সমস্যা নারীর প্রজননস্বাস্থ্যকে খুব নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া গৃহস্থালি কাজ সমাধা করার জন্য নারীকেই বেশি বর্জ্যমিশ্রিত দূষিত পানি ব্যবহার করতে হয়। একইভাবে উত্তরাঞ্চলের পানিতে আর্সেনিক সমস্যাও নারীকেই বেশি প্রভাবিত করে। বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোন ইত্যাদি দুর্যোগ পুরুষের তুলনায় নারীকে কী ব্যাপ্তিতে বেশি প্রভাবিত করে তার বর্ণনা অনেক গবেষণা প্রতিবেদনে রয়েছে। তাই পরিবেশ দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার জন্য বড়ো আকারের তহবিল গঠন প্রশংসনীয়।

উপসংহারে বলা যায়, ২০০৯-'১০ অর্থবছরের বাজেটের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর চাওয়া পাওয়ার প্রতিফলন ঘটেছে এবং গত বছরের বাজেটের তুলনায় এই প্রতিফলন অনেক বেশি। নারীসমাজ আশা করছে, প্রতি অর্থবছরেই নারীর চাওয়া পাওয়ার প্রতিফলন ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর হবে। তবে এজন্য নারীসমাজের আন্দোলন আরো সংহত এবং শক্তিশালী করতে হবে। এই আন্দোলনের একটি সঠিক কৌশলও প্রণয়ন করতে হবে। দেখা গেছে, যে এনজিগুলো এই আন্দোলন করছে তাদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। প্রতিটি এনজিওই আলাদা আলাদাভাবে আন্দোলন করছে। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে জেন্ডার বাজেটের ওপর গবেষণা করছে এবং এই গবেষণার ফলাফল সেমিনারের মাধ্যমে সুশীল সমাজ এবং সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছে। এই এনজিওগুলোর মধ্যে একটি শক্ত সমন্বয় অতীব জরুরি। তাছাড়া জেন্ডার বাজেট বিষয়টির সঙ্গে দেশের উচ্চপর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশের উচ্চতম নীতি-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে দেশের জাতীয় সংসদ। দেখা গেছে, দেশের এই উচ্চতম প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বাজেট বিষয়টির ওপর কোনো আলোচনা হয় নি। সংসদের বাজেট অধিবেশন থেকে লক্ষ করা গেছে, কোনো পুরুষ সাংসদই তাঁর এলাকার নারীদের প্রয়োজনের কথা, তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন না। কেবল ৪৫ জন মনোনীত নারী সাংসদই সময় সময় অতি ক্ষীণকণ্ঠে নারীদের জন্য কিছু দাবি তুলে ধরেছেন। তাই নীতি-নির্ধারকগণকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বিষয়ে ব্যাপকভাবে সচেতন করার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রেও

আন্দোলনকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সুসংহত হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। এই বেসরকারি সংস্থাগুলোকে মনোনীত নারী সাংসদদের সঙ্গে নিয়ে সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কেননা এ পর্যন্ত যেসব দেশে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়েছে, সেসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যতদিন পর্যন্ত সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথউদ্যোগ গৃহীত না হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জিত হয় নি।

প্রতিমা পাল-মজুমদার অর্থনীতিবিদ এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। pratima@sdnbd.org।